যুগান্তর

তারিখ ··10·APR·2016······
পৃষ্ঠা ··২২··· কলাম···২·· ······

আলো ছড়াচ্ছেন লিলির শিক্ষার্থীরা

আবদুর রশিদ রেনু, *সিলেট ব্যুরো*

লুৎফুন্নেছা লিলি। সিলেট নগরজুড়ে পরিচিত একজন প্রিয় শিক্ষক হিসেবে। দীর্ঘ ৩৭ বছর তিনি শিক্ষকতা করছেন। এই সময়ে তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী বর্তমানে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত। যারা সমাজের চারদিকে আলো ছড়াচ্ছেন। এই জন্য তাকে আলোকিত মানুষের কারিগর বলা হয়। আলোকিত শিক্ষক হওয়ার পাশাপাশি তিনি মেধাবী দুই মেয়ের গর্বিত মা। সাহিত্যানুরাগী মানুষটি একজন সুলেখকও। ইতিমধ্যে তার চারটি বই প্রকাশিত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে তার বেশকিছু লেখা। একজন ভালো উপস্থাপক হিসেবেও তিনি পরিচিত সিলেটের সচেতন মহলে।

শিক্ষার্থীদের যে কোনো সাফল্যের সংবাদে একজন গর্বিত শিক্ষক হিসেবে আনন্দিত হন, অভিভূত হন তিনি। নিজের শিক্ষকতার মহান পেশায় জড়িত তার দুই মেয়ে স্বর্ণা ও সুহানী। বলছিলাম সিলেট নগরীর ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্লু-বার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষিকা লুৎফুন্নেছা লিলির কথা। ১৯৫৭ সালে আবদুল খালিক ও আমিনা খাতুন চৌধুরী দম্পতির ঘরে জন্ম এই আলোকিত মানুষটির। সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ থেকে এইচএসসি ও স্নাতক সম্পন্ন করে ১৯৭৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এমএ সম্পন্ন করেন। তার স্বামী অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা মো. আখতার হোসেন। তাদের দুই মেয়ে লুলু মাহফুজা স্বর্ণা ও সাবরিনা সুহানী। এর মধ্যে স্বর্ণা আইনে অনার্স-মাস্টার্স সম্পন্ন করে এখন ঢাকার সানিডেল স্কুলে কর্মরত। সুহানী শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিইবি বিভাগের প্রভাষক।

কৃতী শিক্ষার্থী : সাঁয়ত্রিশ বছরের শিক্ষকতা জীবনে অগণিত ছাত্রছাত্রী দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা, মন্ত্রণালয়, বিমান, সামরিক, প্রশাসন, শিক্ষকতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সামাজিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি প্রতিটি পর্যায়ে

লুৎফুন্নেছা লিলি

উল্লেখযোগ্যভাবে কৃতিত্বের সাক্ষর রেখে চলেছে। এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে সবার বা অনেকের নাম উল্লেখ করা প্রায় অসম্ভব। তন্মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু নাম উল্লেখ করা হল। সাহিত্য-সংস্কৃতি (সহশিক্ষা কার্যক্রম) জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত হয়েছে নাফ সানিয়াত, নাজিয়া, শান্তনীল, জান্নাতুল, রোকেয়া, দীপ্তা, প্রজ্ঞা পারমিতা, শমিতা, সৌমিত্র, শাওলী, বিক্রম, অভিজিৎ, মুনমুন, রিদিতা, শিমু, আফসানা, মুনতাহা, তমা, পূর্বা এবং অনেকে। অ্যাথলেটিক্স জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত হয়েছেন তার শিক্ষার্থী শহীদ, তাজ উদ্দিন, সালমান, গায়েত্রীসহ অনেকে। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন অরূপ, প্রজ্ঞা, সাওদা, শুভ, আরাফাতসহ অনেকে। তেমিনি চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত রয়েছেন লিলির শিক্ষার্থীদের অর্পিতা, মৌরি, নিলয়, সাকিবসহ অনেকে। সামরিক,

সাহিত্যানুরাগী মানুষটি একজন সুলেখকও। ইতিমধ্যে তার চারটি বই প্রকাশিত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে তার বেশকিছু লেখা। একজন ভালো উপস্থাপক হিসেবেও তিনি পরিচিত সিলেটের সচেতন মহলে

প্রতিরক্ষা বিমানে কর্মরত আছেন রাজীব, সুনন্দা, জালালসহ বেশ কয়েকজন। মন্ত্রণালয়সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে কর্মরত আছেন তার প্রচুর শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে আছেন ফাহিমা, জুলিয়া, তন্বী, জাদিদ। তার শিক্ষার্থীদের মধ্যে রোকেয়া, মাহমুদা, তাহসীন, সুহানীসহ অনেকেই শিক্ষকতার পেশায় জড়িত। নিজ প্রতিষ্ঠান ব্লু-বার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ এ প্রায় বিশজনের মতো ছাত্রী বর্তমানে তার সঙ্গে শিক্ষকতা করছেন। এ ছাড়াও আফজাল, কিম, ইমরানসহ অনেক শিক্ষার্থী শিল্প-সংস্কৃতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত।

সাহিত্যচর্চা : সূচনালগ্ন থেকে সিলেট লেখক সংঘ, প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নিয়মিত কাব্যচর্চা (১৯৭২ থেকে)। ইতিমধ্যে চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ছোট-বড় নানা অনুষ্ঠান উপস্থাপনা। বেতারে অংশগ্রহণ এবং সুযোগমতো এসব অনুষ্ঠানে আগ্রহ উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ।

সাফল্য : পূর্বে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে উল্লেখ্য শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময়ে নানা প্রতিযোগিতার স্থানীয়-জাতীয় পর্যায়ে স্বর্ণপদকসহ অন্যান্য পুরস্কার লাভ করেছে। ২০০২ সালে 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ' আয়োজিত সিলেট সদর উপজেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষকের পুরস্কারপ্রাপ্তি।

শিক্ষার্থীদের জন্য পরামর্শ : নৈতিক মূল্যবোধ বজায় রাখা, মেধা ও প্রতিভা বিকাশে নিরলস প্রচেষ্টা চালানো, বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া, মানবের কল্যাণ সাধন, নির্মল চরিত্র গঠন এবং সর্বোপরি সুশিক্ষা অর্জন।

স্মরণীয় ঘটনা : ১৯৯৪ সালে এমএ (বাংলা) ১ম বর্ষে ৬ষ্ঠ স্থান লাভ। ২০০২ সালে 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ' আয়োজিত সিলেট সদর 'শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক' পুরস্কার প্রাপ্তি। ২০১১ সালের ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী জমজমাট বর্ণিল 'সুবর্ণ জয়ন্তী' উদযাপন, এ অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্যায়ে সক্রিয় সম্পৃক্ততা, আমার সহস্রাধিক সাবেক শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎ পাওয়া আমাকে অনাবিল আনন্দ আর ব্যাপক সমৃদ্ধি দিয়েছে। এ আয়োজনের সাফল্য যারা দীর্ঘ অক্লান্ত পরিশ্রমে এনে দিয়েছিল, তাদের আনন্দচিত্তে স্মরণ করছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। সঠিক তথ্য জানা না থাকার কারণে আমার যে সব প্রতিষ্ঠিত কৃতী শিক্ষার্থীর নাম উল্লেখ করতে পরিনি, সে জন্য দুঃখিত। সবার জন্য অবারিত শুভ কামনা। সর্বত্র জয় হোক প্রয়াস ও প্রগতির।